Media Reports — Tangail Incident and Marital Rape Exception

29- 30 October 2020

Sl.	News Title	Page no.
1	Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride death (The Daily Star, 30 October, 2020)	2
2	Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride (Dhaka Tribune, 30 Oct 2020)	2
3	বৈবাহিক ধর্ষণকে অনুমোদনকারী বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের দাবি (চ্যানেল আই অনলাইন, ৩০ অক্টোবর ২০২০)	3
4	শিশু কনের মৃত্যুর তদন্ত দাবি ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের(সমকাল, ৩০ অক্টোবর ২০২০)	4
5	বিয়ের পর রক্তক্ষরণে মৃত্যু: কিশোরীর মৃত্যুর তদন্ত দাবি ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের (প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০২০)	5
6	বৈবাহিক ধর্ষণকে অনুমোদনকারী বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের আহ্বান (ল'য়ার্স ক্লাব, ২৯ অক্টোবর ২০২০	6
7	দেশে বহু নারী বিয়ে পরবর্তী ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে: ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট (দ্য ডেইলি স্টার , ৩০ অক্টোবর ২০২০)	7
8	Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride (Bangi News, 30 Oct 2020)	8

Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride death (The Daily Star, 30 October, 2020)

The Rape Law Reform Coalition has expressed deep concern about the incident of death of a 14-year-old girl from Tangail following excessive bleeding, one month into her marriage.

The girl died while being treated at Dhaka Medical College Hospital on October 25.

The organisation in a press release dated yesterday, said that marital rape is not an isolated incident.

"Most such women are unable to seek redress due to the continued prevalence of gender discriminatory laws -- in particular section 375 of the Bangladesh Penal Code 1860 -- that create an exception to the definition of rape, in cases of marriage, where the wife is aged below 13," reads the release.

The Rape Law Reform Coalition through the press release demanded immediate investigation into the incident and action against those who are responsible.

"The Coalition also calls for immediate repeal of the exception to section 375 of the Bangladesh Penal Code which clearly deprives married women of their fundamental rights to protection from sexual violence," the press release added.

Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride (Dhaka Tribune, 30 Oct 2020)

The girl succumbed to her injuries while undergoing treatment at Dhaka Medical College Hospital on October 25

The Rape Law Reform Coalition has called for immediate investigation into the death of a 14-year-old bride in Tangail following excessive genital bleeding just one month into her marriage.

The coalition also called for immediate repeal of the exception to Section 375 of the Bangladesh Penal Code, which clearly deprives married women of their fundamental rights under Articles 28, 31, 32 and 35(5) of the constitution.

The girl succumed to her injuries while undergoing treatment at Dhaka Medical College Hospital (DMCH) on October 25.

Issuing a press release on Thursday, the coalition demanded action against those responsible following an immediate and impartial investigation into the causes of her death.

According to the victim's family, the girl had been bleeding from the day after she was married, as her husband had repeated forced intercourse with her, reads the release.

According to medical experts, panic and fear is a natural reaction for girls during their first sexual encounter and genital bleeding often occurs with those who get married, it added.

"The coalition is concerned that this is not an isolated incident and that many women and girls experience rape in marriage. Most such women are unable to seek redress due to the continued prevalence of gender discriminatory laws – in particular Section 375 of the Bangladesh Penal Code 1860 - that create an exception to the definition of rape, in cases of marriage, where the wife is aged below 13."

According to the National Violence against Women Survey, 2015 by Bangladesh Bureau of Statistics, 27.3% of ever married women have experienced sexual violence perpetrated by their husbands during their lifetime.

The most common form of sexual violence faced by ever married women was being physically forced to have sexual intercourse by their husbands, it mentioned.

The marital rape exception severely discriminates against married women by denying them legal protection against forced sexual intercourse simply because they are married. The exception also violates the constitutional grantees to prohibition on cruel, degrading and inhuman treatment, says the release.

বৈবাহিক ধর্ষণকে অনুমোদনকারী বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের দাবি (চ্যানেল আই অনলাইন, ৩০ অক্টোবর ২০২০)

শিশুকন্যার মৃত্যুর যথাযথ তদন্ত এবং বৈবাহিক ধর্ষণকে অনুমোদনকারী বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন করার আহ্বান জানিয়েছে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট।

বিয়ের মাত্র ১ মাস পরে গত ২৫ অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক ১৪ বছর বয়সী কন্যাশিশু যৌনাঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে মৃত্যুবরণ করে। গত ২০ সেপ্টেম্বর বিয়ে সম্পন্ন হওয়া ওই কনের স্বামীর বয়স ৩৫ বছর বলে জানা গেছে।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট তাদের বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, তার পরিবার জানায়, বিয়ের পর দিন থেকেই কিশোরীটির রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো, কারণ তার স্বামী তার সাথে বার বার জোরপূর্বক সহবাস করে আসছিল। চিকিত্সা বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথমবার যৌন মিলনের সময় নারীদের জন্য আতঙ্ক এবং
ভয় একটি প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রায়ই বিবাহিত নারীদের যৌনাঙ্গে রক্তক্ষরণ ঘটে থাকে। তার পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং ময়নাতদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট উদ্বিগ্ন যে, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং অনেক নারী এবং কিশোরীর বৈবাহিক ধর্ষণের অভিজ্ঞতা আছে। এই ধরণের যৌন সহিংসতায় ভুক্তভোগী বেশিরভাগ নারী প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আইনের কারণে

প্রতিকার পায় না। বিশেষত বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৩৭৫-যা ধর্ষণের সংজ্ঞায় একটি ব্যতিক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেখানে বলা হয়েছে নারীর বয়স ১৪ বছরের কম হলে তার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক ধর্ষণ বলে গণ্য হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুসারে, ২৭.৩% বিবাহিত নারীরা বলে যে, তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং স্বামীর জোরজবরদস্তির কারণে যৌন মিলনে বাধ্য হয়।

এসবের প্রেক্ষিতে এই মৃত্যুর তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জরুরি আহ্বান জানিয়েছে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট। পাশাপাশি বাংলাদেশ দণ্ড বিধির ৩৭৫ ধারাটি সংবিধানের ২৮, ৩১, ৩২ এবং ৩৫(৫) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় অবিলম্বে তা সংশোধন করার দাবি জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৫ ধারাটি বিবাহিত নারীদের জন্য বৈষম্যমূলক। ১৪ বছরের উর্দ্ধে কোন নারী বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হলে তা এই আইন অনুসারে ধর্ষণের আওতাভুক্ত নয়। যা সংবিধানের নিষ্ঠুর, অবমাননাকর ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক যে সুরক্ষা রয়েছে তা লংঘন করে।

শিশু কনের মৃত্যুর তদন্ত দাবি ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের**(সমকাল, ৩০ অক্টোবর ২০২০)**

বিয়ের এক মাস পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ১৪ বছরের এক শিশু কনের মৃত্যুর যথাযথ তদন্ত এবং 'বৈবাহিক ধর্ষণকে অনুমোদনকারী বৈষম্যমূলক আইন' সংশোধন করার দাবি জানিয়েছে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট এই দাবি জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২৫ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৪ বছরের এক কিশোরী বিয়ের এক মাস পর মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে মারা যায়। তার বিয়ে হয়েছিল গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর। তার স্বামীর বয়স আনুমানিক ৩৪/৩৫ বছর বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

মারা যাওয়া মেয়েটির পরিবারের বরাত দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিয়ের পর দিন থেকেই কিশোরীটির রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো, কারণ তার স্বামী তার সাথে বার বার জোরপূর্বক সহবাস করে আসছিল। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমবার সহবাস নারীদের জন্য আতঙ্ক এবং ভয় সৃষ্টি একটি প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। বিয়ের পর অধিকাংশ বিবাহিত নারীর রক্তক্ষরণের ঘটনা ঘটে। কিশোরীর পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে এবং ময়নাতদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে।

উদ্বেগ প্রকাশ করে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং অনেক নারী এবং কিশোরীর 'বৈবাহিক ধর্ষণের' অভিজ্ঞতা আছে। এই ধরনের যৌন সহিংসতায় ভুক্তভোগী বেশিরভাগ নারী প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আইনের কারণে প্রতিকার পায় না, বিশেষত বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৩৭৫, যা ধর্ষণের সংজ্ঞায় একটি ব্যতিক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেখানে বলা হয়েছে নারীর বয়স ১৪ বছরের কম হলে তার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক ধর্ষণ বলে গণ্য হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ বিবাহিত নারী বলে যে, তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং স্বামীর জোরজবস্তির কারণে যৌনমিলনে বাধ্য হয়।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট এই কিশোরীর মৃত্যুর তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারাটি সংবিধধানের ২৮, ৩১, ৩২ এবং ৩৫(৫) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ধারাটি বিবাহিত নারীদের জন্য বৈষম্যমূলক। ১৪ বছরের ঊর্ধ্বে কোনো নারী

বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হলে তা এই আইন অনুসারে ধর্ষণের আওতাভুক্ত নয়, যা সংবিধানের নিষ্ঠুর, অবমাননাকর ও অনানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক যে সুরক্ষা রয়েছে তা লঙ্ঘন করে। তাই অবিলম্বে এই দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারাটি সংশোধন করতে হবে।

বিয়ের পর রক্তক্ষরণে মৃত্যু: কিশোরীর মৃত্যুর তদন্ত দাবি ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের (প্রথম আলো, ৩০ অক্টোবর ২০২০)

বিয়ের এক মাস পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে এক কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনার যথাযথ তদন্ত দাবি করেছে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট। একই সঙ্গে এই রকম ঘটনা প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন সংস্কারের দাবি জানিয়েছে জোটটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট বলেছে, গত ২৫ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৪ বছরের এক কিশোরী বিবাহের এক মাস পর মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে মারা যায়। তার বিয়ে হয়েছিল গত বছরের ২০ সেপ্টেম্বর। তার স্বামীর বয়স আনুমানিক ৩৪ থেকে ৩৫ বছর বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

কিশোরীর পরিবারের বরাত দিয়ে জোটটি জানায়, বিয়ের পর দিন থেকেই ওই কিশোরীর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এরপরও কিশোরীর সঙ্গে সহবাস করে আসছিলেন তার স্বামী। চিকিত্সা বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমবার সহবাস নারীদের জন্য আতঙ্ক এবং ভয় সৃষ্টি একটি প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। বিয়ের পর অধিকাংশ বিবাহিত নারীর রক্তক্ষরণের ঘটনা ঘটে। কিশোরীর পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে এবং ময়নাতদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে। এই ঘটনায় তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট বলেছে, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অনেক নারী এবং কিশোরীর বিয়ের পর এই ধরনের যৌন সহিংসতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভুক্তভোগী নারী-কিশোরীরা প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আইনের কারণে প্রতিকার পান না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুসারে, ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ বিবাহিত নারী জানিয়েছেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং স্বামীর জোরজবস্তির কারণে তাঁরা সহবাসে বাধ্য হন।

কিশোরীর মৃত্যুর তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ধর্ষণ আইন সংস্কার জানায়, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১৮৬০ এর ৩৭৫ ধারাটি সংবিধানের ২৮,৩১, ৩২ এবং ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, নারীর বয়স ১৪ বছরের কম হলে তার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক ধর্ষণ বলে গণ্য হবে। এই ধারাটি বিবাহিত নারীদের জন্য বৈষম্যমূলক। ১৪ বছরের ঊর্ধ্বে কোনো নারী বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হলে তা এই আইন অনুসারে ধর্ষণের আওতাভুক্ত হবে না। এটা নিষ্ঠুর, অবমাননাকর ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সাংবিধানে দেওয়া সুরক্ষা নীতির লঙ্ঘন। তাই এই আইন অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে।

বৈবাহিক ধর্ষণকে অনুমোদনকারী বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের আহ্বান (ল'য়ার্স ক্লাব, ২৯ অক্টোবর ২০২০

বিয়ের মাত্র একমাসের মাথায় যৌনাঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে শিশু কনের মৃত্যুর ঘটনায় যথাযথ তদন্ত এবং বৈবাহিক ধর্ষণকে অনুমোদনকারী বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের আহ্বান জানিয়েছে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট (রেইপ ল' রিফর্ম কোয়ালিশন)।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ আগস্ট) ল'ইয়ার্স ক্লাব বাংলাদেশ ডটকমকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা সংবিধানের ২৮, ৩১, ৩২, এবং ৩৫(৫) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় অবিলম্বে তা সংশোধনের দাবি জানান।

বিদ্যমান দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৫ ধারা বিবাহিত নারীদের জন্য বৈষম্যমূলক উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ১৪ বছরের উর্ধ্বে কোন নারী বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হলে তা আইন অনুসারে ধর্ষণের আওয়তাভুক্ত নয়। যা সংবিধানের নিষ্ঠুর, অবমাননাকর ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক যে সুরক্ষা রয়েছে তা লংঘন করে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৪ বছরের এক কিশোরী বিয়ের মাত্র এক মাসের মাথায় যৌনাঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্বামীর বয়স আনুমানিক ৩৪/৩৫ বছর।

শিশু কনের পরিবার থেকে বলা হয়, স্বামী বারংবার জোরপূর্বক সহবাস করায় বিয়ের পর দিন থেকেই কিশোরীর রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। প্রয়াত কিশোরীর পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং ময়না তদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে।

যদিও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথমবার যৌন মিলনের সময় নারীদের জন্য আতঙ্ক এবং ভয় একটি প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া এবং প্রায়ই বিবাহিত নারীদের যৌনাঙ্গে রক্তক্ষরণ ঘটে।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করেন, এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অনেক নারী এবং কিশোরীর বৈবাহিক ধর্ষণের অভিজ্ঞতা আছে। এই ধরণের যৌন সহিংসতায় ভুক্তভোগী বেশিরভাগ নারী প্রচলিত লিঙ্গ বৈষম্যমূলক আইনের প্রতিকার পায় না। বিশেষত দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় ব্যতিক্রম হিসেবে বলা হয়েছে নারীর বয়স ১৪ বছরের কম হলে তার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক ধর্ষণ বলে গণ্য হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২৭.৩ শতাংশ বিবাহিত নারীরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং স্বামীর জোরজবরদস্তির কারণে যৌন মিলনে বাধ্য হয়।

দেশে বহু নারী বিয়ে পরবর্তী ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে: ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট (দ্য ডেইলি স্টার, ৩০ অক্টোবর ২০২০)

দেশে বহু নারী ও কন্যা বিয়ে পরবর্তী ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে বলে জানিয়েছে ১৭টি মানবাধিকার সংস্থা সমন্বয়ে গঠিত 'ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট' বা 'রেপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন'।

তারা বলছেন, দেশে বহু নারী ও কন্যা বিয়ে পরবর্তী ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। অথচ একটি জেন্ডার বৈষম্যমূলক আইনের কারণে অধিকাংশ নারীই কোনো প্রতিকার পায় না। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি-১৮৬০ এর ধারা ৩৭৫ এ ধর্ষণের ব্যতিক্রম সংজ্ঞা যোগ করেছে। যেখানে বলা হয়েছে নারীর বয়স ১৪ বছরের কম হলে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ধর্ষণ বলে গণ্য হবে।

একইসঙ্গে, যৌনাঙ্গে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে বাল্যবিয়ের শিকার ১৪ বছরের একটি শিশু নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে তারা। জোট এই ঘটনার দ্রুত ও জোরালো তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

জোট মনে করছে, বিবাহিত কিশোরীর এই মৃত্যু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

এ ছাড়া, ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের পক্ষ থেকে দ্রুত ৩৭৫ ধারার সংশোধন চাওয়া হয়েছে। কারণ, এই ধারা সংবিধানে বর্ণিত ২৮, ৩১ ও ৩২ এবং ৩৫(৫) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে নারীরা বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ধারাটি বিবাহিত নারীদের জন্য বৈষম্যমূলক। কারণ ১৪ বছরের ওপরে কোনো নারী বৈবাহিক সম্পর্কর মধ্যে যৌন সহিংসতার শিকার হলে, তা এই আইন অনুসারে ধর্ষণের আওতাভুক্ত নয়। যা নারীকে সংবিধানে বর্ণিত সুরক্ষা দেয় না।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, শতকরা ২৭. ৩ শতাংশ নারীই বলেছেন তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর জোরজবরদস্তির কারণেই শারীরিক সম্পর্কে বাধ্য হন।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের সদস্য সংস্থাগুলো হলো- এসিড সারভাইরাস ফাউন্ডেশন, একশন এইড, আইন সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, বন্ধু ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ব্র্যাক, কেয়ার বাংলাদেশ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, জাস্টিস ফর অল নাউ, আইসিডিডিআরবি, নারীপক্ষ, উই ক্যান, উম্যান উইথ ডিসএবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, উম্যান ফর উম্যান এবং ইয়ং উম্যান ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশন।

Rape Law Reform Coalition demands justice for Tangail child bride (Bangi News, 30 Oct 2020)

The girl died while being treated at Dhaka Medical College Hospital on October 25

Rape Law Reform Coalition has called for immediate investigation into the death of a 14-year-old bride in Tangail following excessive genital bleeding just one month after her marriage.

The coalition also called for immediate repeal of the exception to Section 375 of the Bangladesh Penal Code which clearly deprives married women of their fundamental rights under Articles 28, 31, 32 and 35(5) of the Constitution.

The girl died while being treated at Dhaka Medical College Hospital on October 25.

Issuing a press release on Thursday, the coalition demanded action against those responsible following an immediate and impartial investigation into the causes of her death.

According to the victim's family, the girl had been bleeding from the day after she was married, as her husband had repeated forced intercourse with her, reads the release.

According to medical experts, panic and fear is a natural reaction for girls during their first sexual encounter and genital bleeding often occurs with those who get married, it added.

"The coalition is concerned that this is not an isolated incident and that many women and girls experience rape in marriage. Most such women are unable to seek redress due to the continued prevalence of gender discriminatory laws – in particular section 375 of the Bangladesh Penal Code 1860 - that create an exception to the definition of rape, in cases of marriage, where the wife is aged below 13."

According to the National Violence against Women Survey- 2015 by Bangladesh Bureau of Statistics, 27.3% of ever married women have experienced sexual violence perpetrated by their husband during their lifetime. The most common form of sexual violence faced by ever married women was being physically forced to have sexual intercourse by their husbands, it mentioned.

The marital rape exception severally discriminates against married women as distinct from unmarried women by denying them legal protection against forced sexual intercourse simply because they are married. The exception also violates the constitutional grantees to prohibition on cruel, degrading and inhuman treatment, says the release.